প্রথম আলো

তারিখ 02 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

সৃজনশীলে নম্বর কমাতে রাজপথে স্কুলশিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে সৃজনশীল অংশে প্রশ্ন ও নম্বর বাড়ানোর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গতকাল শনিবার রাজধানীতে রাস্তা বন্ধ করে আন্দোলন করেছে ঢাকার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা। এ কারণে দুপুর ১২টার পর থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ও শাহবাগ এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা বলছে, দাবি পূরণ না হলে আগামী মঙ্গলবার থেকে লাগাতার কর্মসূচি দেওয়া হবে। তারা বলছে, সরকার এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে বহুনির্বাচনী বা এমসিকিউ অংশে নম্বর কমিয়ে সৃজনশীল অংশে বাড়িয়েছে। আগে যেখানে সৃজনশীল অংশে ছয়টি প্রশ্ন থাকত, সেখানে এখন আরও একটি প্রশ্ন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষার জন্য যে সময় নির্ধারণ করা হয়েছে, তাতে তারা সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। এ জন্যই তারা চায়, আগের সিদ্ধান্তই বহাল থাকুক।

আন্দোলনকারীদের একজন ঢাকার সরকারি বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র মো. জুবায়ের *প্রথম আলোকে* বলে, তারা দাবি মানার জন্য সরকারকে ৪৮ ঘণ্টার সময় বেঁধে দিয়েছে। যদি দাবি পূরণ না হয়, তাহলে মঙ্গলবার থেকে লাগাতার কর্মসূচি দেওয়া হবে।

তবে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তপন কুমার সরকার *প্রথম আলোকে* বলেন, যেভাবে সময় দিয়ে নম্বর বণ্টন করা হয়েছে, তাতে শিক্ষার্থীদের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। হয়তো বিষয়টি তারা ভালোভাবে বুঝতে পারেনি। কারণ, আগে সৃজনশীলের ছয়টি প্রশ্নের জন্য সময় ছিল ২ ঘণ্টা ১০ মিনিট। এখন আড়াই ঘণ্টা করা হয়েছে। আর এমসিকিউর জন্য সময় নির্ধারণ করা

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

সৃজনশীলে নম্বর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়েছে ৩০ মিনিট। আগে এই অংশের মাঝে ১০ মিনিট বিরতি ছিল, এখন সেটা থাকবে না। ওএমআর শিট পূরণসহ আনুষঙ্গিক কাজের জন্য পরীক্ষা শুরুর ১০ মিনিট আগে সময় দেওয়া হবে।

গতকালের কর্মসূচিতে একাধিক ব্যানারে শিক্ষার্থীদের রাজপথে দেখা যায়। কোনোটাতে লেখা ছিল 'সাধারণ ছাত্রসমাজ', কোনোটাতে আবার 'ঢাকা ছাত্রসমাজ'। আবার শুধু নিজ নিজ কলেজের ব্যানারেও শিক্ষার্থীরা কর্মসূচিতে অংশ নেয়।

পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর শাহবাগে অবস্থান নেয় শিক্ষার্থীরা। এরপর সেখান থেকে তারা জাতীয় প্রেসক্লাবের দিকে যায়। দুপুর ১২টার পর থেকে প্রেসক্লাবের সামনের সড়কের দক্ষিণ অংশের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে ওই এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়। আড়াই ঘণ্টা পর সেখান থেকে মিছিল নিয়ে আবারও শাহবাগে আসে। এরপর ওই এলাকায় যান চলাচল শুরু হয়।

ঢাকার পাশাপাশি চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে।

বর্তমানে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় একটি প্রশ্নপত্রকে দুই ভাগে ভাগ করে প্রশ্ন করা হয়। একটি অংশে সৃজনশীল, আরেকটি অংশে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন থাকে। এত দিন ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় সৃজনশীল অংশের নম্বর ছিল ৬০। আর বহুনির্বাচনী (এমসিকিউ) অংশের নম্বর ছিল ৪০। এমসিকিউর জন্য সময় ছিল ৪০ মিনিট।

কিন্তু শিক্ষাবিদদের সমালোচনার মুখে সরকার ধাপে ধাপে এমসিকিউ অংশের নম্বর কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথম ধাপে আগামী বছরের পরীক্ষায় এমসিকিউ অংশের ১০ নম্বর কমিয়ে সৃজনশীল অংশে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়। অর্থাৎ, একটি পরীক্ষায় যদি ১০০ নম্বর থাকে, তাহলে সেখানে এখন সৃজনশীল অংশের নম্বর হবে ৭০। আর এমসিকিউ অংশের নম্বর হবে ৩০। গত বছরের অক্টোবরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় কিছুদিন আগে শিক্ষা বোর্ড নম্বর পুনর্বণ্টন করে। এরপর থেকেই শিক্ষার্থীরা এর বিরোধিতা করছে। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের এসএসসি পরীক্ষা ফেব্রুয়ারির শুরুতে এবং এইচএসসি পরীক্ষা এপ্রিলের শুরুতে অনুষ্ঠিত হবে।